Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-I, July 2016, Page No. 24-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারীর শরীর যখন উৎকোচের উপঢৌকন- নারী স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্ভাবনা

হরশংকর অধিকারী
সমাজসেবী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Women are victims of patriarchal politics historically. But after rapid education and participation of women in employment or economic empowerment of women have brought change in women's life and they now struggle for equity and justice. But the changing global culture shapes women's attitude like as competition with males. They use to enter different service sector where their body is used as erotic capital. On the other hand, the rampant corruption in our society is an urgent issue of concerned in every sphere of the society. The women are being used as bribe and thus, they are entering into another world of sex industry as call girl to enjoy a modernised consumerised life. This is a cause of violence of women in our society. So, how gender equity and women's empowerment would be fostered in our society are the prime focus of this article.

প্রাচীনকাল থেকে পিতৃতান্ত্রিকতা বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থায় নারী পুরুষের সম্পত্তি বা পুরুষের অধিকার হিসাবে পরিগণিত। এই অধিকার প্রাককালে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবং সম্পত্তির অধিকার আইনের মাধ্যমে বলবৎ করা হয়। ইহা পুরুষচালিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে বশীভূত করার এক সুকৌশল চক্রান্ত। কারণ সামাজিক শৃঙ্খলার নামে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ভিন্ন কিছু নয়। মহাভারতের যুগে এর দৃষ্টান্ত বহুল। যেমন দ্রৌপদীর বিবাহের স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদের মাধ্যমে পাত্র নির্বাচন ও বিবাহ। এখানে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ আমল পায়নি। আবার পাশাখেলার বাজিও দ্রৌপদী। এখানে নারী উৎকোচের বা বাজির শিকার। প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা নারী নির্যাতনের এক সুচতুর পুরুষ কৌশল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এরূপ এক বিশাল তালিকার মুখোমুখি হতে হয়। বলাবাহুল্য এ শুধু পুরুষের কলঙ্ক নয়, সমাজ ও সভ্যতার লজ্জা। সমাজকে পিছিয়ে রাখার এক কদর্য প্রচেষ্টা। পুরুষতান্ত্রিকতার এই দিকটিকে আপাত আড়াল করে অন্য আর একদিকে নজর দেওয়া জরুরি, কারণ যেখানে নারী অন্যভাবে পুরুষের ভোগের ও কৌশলের শিকার। নারী যেখানে তার শরীর ও যৌনতাকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে পুরুষও নারী শরীরকে কামনা ও রোজগারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে।

বর্তমান সমাজের বিভিন্নস্তরে উৎকোচ প্রায় অগোচরে গোচরে (অ) আইনানুগ অবধারিত এক প্রথা হিসাবে সমাজের বিভিন্নস্তরে জাল বিস্তার করেছে। তবে এই প্রথা যে অতীতে ছিল না, তা কিন্তু নয়। কারণ ইতিহাসে এর পুর্ব-পুরুষের পরিচয় অহরহ। তবে বর্তমানের বহুরুপী বহুল পরিচিতি যেন অনিয়ন্ত্রিত বংশ বিস্তারে। যার মধ্যে সংযম বা নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই বললে চলে। এর জন্য অবশ্যই আন্দোলন বা সচেতনের লোকের অভাব সত্যিই এক

তীব্র সঙ্কটের মতো। যা আবার অনবদ্য ও বটে। এর বিস্তার গাছের পাতার জালিকাকার বিন্যাসের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রসঙ্গত গণতান্ত্রিক ভারতে রাজনীতি এবং তার রাজনৈতিক দল বা দলগুলির কাছে এক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ। এবার আসা যাক উৎকোচের মোটামুটি একটা ধারণায়। এই উৎকোচ হল লোভনীয় নিষিদ্ধ উপহার যা বাড়তি সুবিধার বিনিময় মাধ্যম। উৎকোচ গ্রহীতা তার পদ বা মর্যাদার অন্যায় ব্যবহারের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত সুবিধা দাতাকে প্রদান করে থাকে। কোনো বিশেষ সুবিধাটি পাইয়ে দেওয়ার জন্য। তবে ইহা গলাধঃকরণে বিশেষ পরিতৃপ্তি আনে। কারণ ভোগবহর বাজারে ভোগগ্রস্ত মানুষের নানান আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের এক অন্যতম উপায় যা তার মাস মাইনে বা শুধু সৎ পরিশ্রম মাধ্যমে পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। উপঢৌকনের ধরন অনুযায়ী উৎকোচ নানান রকমের হয়ে থাকে। এক কথায় ইহা বহুরূপী বা বহুবিধ। যেমন নগদ টাকা, নানান মুল্যবান সামগ্রী (সোনাদানা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী= টেলিভিশন, ফ্রীজ, রেফ্রিজেরেটর, মাইক্রোভেন, কম্পিউটার প্রভৃতি), পানীয় সহ লোভনীয় খাদ্য সামগ্রী যা আবার পানশালা, রেঁস্তারা বা হোটেলের তারা সংখ্যার দ্বারা নির্ধারিত হয়। তালিকা বিশাল হলেও আর এক উল্লেখযোগ্য উপঢৌকন হল নারীর শরীর তথা নারী যৌনতা। যাহা প্রায় অবধারিত বিভিন্ন বড় বড় deal এ বা আদান প্রদানে। এই নারী আবার নির্ধারিত/নির্বাচিত হয় বয়স ও শারীরিক মেদ বহুলতা তথা সৌন্দর্যের উপর। কারণ উৎকোচ গ্রহীতার রুচি এর নির্ণায়ক। কখনো তাদের কাছে ১৪-১৮ বৎসরের বালিকা, কখনো আবার ২২-২৪ বৎসর বয়স্কা মহিলা, আবার দৃষ্টি কখনো ৩২-৩৫ বৎসরের বিবাহিত মহিলার দিকে। আসলে এই বিকৃত কামুকদের যৌন ক্ষুধা ও এক মানসিক ও চারিত্রিক বিকারের পরিচয়। অথচ যৌনতা এক নিয়ন্ত্রণ যোগ্য জৈবিক প্রক্রিয়া, যা অন্যদিকে চোখের ভ্রম ও বলা যেতে পারে। এই বিকারগ্রস্ত যৌনতা সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণও। পরিহাসের ও পরিতাপের বিষয় যে, আমরা প্রকাশ্যে এর বিরোধীতা, সমালোচনা বা চরিত্রের সতীপনা দেখালেও আড়ালে এর জন্য লালায়িত এবং নারীর প্রতি নানান তীর্যক মন্তব্য আমাদের আসল রূপের পরিচয় প্রকাশ করে থাকে।

পুনঃপরিহাস ও পরিতাপের বিষয় সর্বাধুনিক বিশ্বায়িত সমাজে যখন নারীর সমানাধিকার এবং পিতৃতান্ত্রিকতার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির লড়াই চলছে, সেই সমাজে নারীর শরীর উৎকোচের উপঢৌকন হিসাবে পর্যবসিত হচ্ছে। এ কি ধরণের বৈষম্যমতা! ইহা কি আবার সেই পুরুষের নতুন এক চক্রান্ত? শহুরে বা গ্রাম্য নব্য শিক্ষিতা ও কর্মনিযুক্তা আধুনিক পোষাকে-আশাকে সজ্জিতা লাস্যময়ী নারীর আবাধ বিচরন/দাপিয়ে বেড়ান (আবার কখনো কখনো মদ্যপ অবস্থায় হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে) কি কেবল পোষাকী নারী স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার পুর্বাভাস না নতুন করে পরাধীনতা। নারী স্বয়ং তার শরীরকে বা পুরুষেরা নারীর শরীরকে **erotic capital** হিসাবেই ব্যবহার করতে উদ্যত। না এ এক ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা! আসলে বর্তমানে আমরা দেখতে পাই (শহর বা গ্রাম সর্বত্রই) বিজ্ঞাপন ও বিনোদন মাধ্যম মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের ধারক ও বাহক। বলাবাহুল্য বিশ্বায়ন ফলে আমাদের সমাজে যে দারিদ্রতার সংজ্ঞা ও মাপকাঠির পরিবর্তন ঘটেছে তা কেবল আহার, বাসস্থানের উপর নির্ভর করে নয়। আধুনিক বিনোদন যেমন টেলিভিশন, মোবাইল ও আরো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষমতার উপর। এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই সুপ্রভাত থেকে শুভরাত্রি পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি কর্মে। তা খাবার নির্বাচন, পোষাক-আশাক এবং অন্যান্য সব কিছুই বিজ্ঞাপন নির্ভর। ইহা বহুজাতিক সংস্থা উৎপাদিত পণ্যের সহজ বিক্রীর এক অভিনব কৌশল। দেখা যায় যে, এই সংস্থাগুলি যথেচ্ছ ভাবে নারী শরীরকে বিজ্ঞাপনের স্থূল যৌন বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। নারীর যৌনতা তার আসল বাজার ধরার ও পণ্য বিক্রীর মূল উপাদান। তাই আমরা জুতোর কালি থেকে উচ্চভিলাসী পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখি নারীর নানান যৌন আবেদনের বিকৃতি ছবি। এবং বিজ্ঞাপন ও বিনোদন মাধ্যমগুলি যে কোন বয়সের নারী, শিশু থেকে বয়স্কার চাওয়া পাওয়া, রুচি ও সন্তুষ্টি সবই বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবার বিনোদন ও বিজ্ঞাপনের তারকাদের মতো জীবন বিলাস নকল করা সব বয়সের নারীর প্রবণতা হয়ে দাড়িঁয়েছে। নারী হল প্রকৃতি। সে

সমাজের নতুন প্রাণের প্রবহমান ধারা ও সমাজ বিকাশের অন্যতম স্তম্ভ। অথচ সেই নারী আধুনিকতার সাথে সাথে হারাচ্ছে তার নিজস্বতা। এ কি বিড়ম্বনা নয়?

প্রসঙ্গত স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যের শিষ্যদের সাথে কথোপকথন উল্লেখ্য। বিদেশিনী শিষ্যাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন যে তাদের পুরুষদের মতো জীবন—যাপন পদ্ধতি বহুল প্রশংসনীয়। কিন্তু এই পুরুষোচিত আচার ব্যবহার দৈনন্দিন সুখী জীবনের অন্তরায়, কারণ তাহা সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিরোধী। এর জন্যই তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছিনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, সন্তানহীনতার প্রবনতা অনেক বেশি ইত্যাদি।তিনি সেখানে ভারতীয় নারীদের আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বর্তমানে কী ভারতীয় নারীর জীবন পাশ্চাত্যানুকরণে বিঘ্নিত? নারী শিক্ষার বিস্তার, কর্মনিযুক্তি এবং নানান পরিবর্তন সত্ত্বেও সে ভাবে নারীর অবস্থান পাল্টালো না কেন? এ বিষয়ে নারীর এক পেশার অবতারণা অপরিহার্য।

ঐতিহাসিকভাবে, বেশ্যাবৃত্তি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার তথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নারী শোষণের এক উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশ করে। এই পেশার শিকার মূলত গরিব ও নীচু শ্রেণির মহিলারা। দারিদ্রতা, লিঙ্গ বৈষম্য, কম বয়সে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছিন্নতা এবং পুরুষের প্রতারণাই প্রধান কারণ। এই কলঙ্কিত পেশাই হয়ে উঠে মহিলাদের আমরণ যৌন অত্যাচারের সাথে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। তবে এই পেশা বা বৃত্তির নানান প্রকারের (সারা পৃথিবীতে নানান সমীক্ষায় জানা গেছে যে এই পেশা প্রায় ২৫ রকমের) -যা মূলত ব্যবসার স্থানানুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেমন পতিতাপল্লী, Street sex worker, massage parlour, ডাক বালিকা প্রভৃতি। এদের মধ্য ডাকবালিকা (call girl) অন্যতম। যারা Customer বা Client এর নির্বাচিত স্থানে গিয়ে যৌন পরিতৃপ্তি প্রদান করে থাকে। এদের যৌনপল্লীর মতো কোন নির্ধারিত জায়গা নেই। ব্যবসাটি এজেন্ট বা দালালের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এজেন্ট বা যোগাযোগকারীরা নারী (ডাক বালিকাদের) ঘনিষ্ট সর্ম্পকের (বন্ধু/আত্মীয়)মধ্যে পড়ে। এইসব যোগযোগকারীর মাধ্যমে নগর-শহর-মফস্বল এলাকায় নারীর সরবরাহ অবিরত। এইসব যোগাযোগকারীর তাদের রোজগারের একটা ভালো অংশ ভাগ পেয়ে থাকে। বিনিময়ে ডাকবালিকারা যেমন client এর যোগান পান, তেমনি কোন বিপদে বা client এর অত্যাচার বা আর্থিক লেনদেনে সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করে থাকে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল ডাক বালিকা যারা উৎকোচের উপঢৌকন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ৩০ জন ডাক বালিকা যাদের বয়স ১৮-৩৫ এর মধ্যে এই আলোচনার উপজীব্য বিষয়। আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা যায় যে, এই নারীরা হল কলকাতা শহরের বাসিন্দা। এদের ব্যবসা কেবল মাত্র কলকাতা শহর ও আশেপাশের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এরা client এর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন টূরিষ্ট এলাকায় সঙ্গ দেয়। এমনকি এরা পেশার কারণে বিদেশেও গিয়ে থাকে। সমীক্ষায় শিক্ষাগত যোগত্যা অনুযায়ী দেখা গেছে যে, ৩০% কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যাদের ১০% বিভিন্ন জেলা/পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য থেকে আগতা। তারা হস্টেলে বা পেয়িং গেস্ট হিসাবে বসবাস করে। ৪০% মহিলা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থায় কর্মরতা। এবং তাদের অর্ধেক মিডিয়া বা glamour জগতের সাথে যুক্ত। বাকিরা বিভিন্ন শপিং মলে সেলসের কাজে যুক্ত বা বিভিন্ন অফিসের রিসেপশনিষ্ট। বাকি ৩০% মহিলা গৃহবধূ যারা কেবল স্বামী সহ এক সন্তান নিয়ে শহর তলীর আবাসনে বসবাস করেন। এদের কারো কারোর স্বামী বাইরে থাকেন বা এদের সারাদিন একা একাই থাকতে হয়। এই মহিলারা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতায় বা শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। আর্থ সামাজিক দিক থেকে এরা প্রত্যেকেই ভালো অবস্থানে। কিন্তু তাদের অভাব উন্মাদনাময় জীবনের। এদের কাছে জীবন মানে enjoy নতুন নতুন উপায় ও বৈচিত্রতায়। নারী হিসাবে সাবেকী কর্তব্য বা মা-বাবা, সংসার, পরিজন-পরিবার ও সন্তান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এগুলো বর্বরতার প্রকাশ মাত্র। এবং এরা ভীষণভাবে আধুনিক ও আধুনিকতায় মত্ত।

জানা গেছে যে এরা স্বেচ্ছায় এই পেশা বেছে নিয়েছে। এদের ৮৫% এর এজেন্ট হল এদের আত্মীয় বা নিকট বন্ধু। পতিতাদের মতো এরা দারিদ্রতা, লিঙ্গ বৈষ্যমতার বা প্রতারণার কারণে এই পেশায় যুক্ত হয়নি। এরা

শহর জীবনের ভোগবিলাসকে পুরোমাত্রায় আস্বাদনের হেতু এই পেশায়- যা অনায়াসে অনেক অর্থ এনে দিতে পারে। দেখা গেছে যে, বয়সের বিচারে ৩০ উর্দ্ধ বয়স্কা মহিলাদের এই বৃত্তিতে চাহিদা ও রোজগার সর্বাপেক্ষা বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই শ্রেণির ডাক বালিকাদের মাসিক সংগ্রহ প্রায় লক্ষাধিক বা তার বেশি অর্থ। তবে বেশির ভাগ ডাক বালিকাদের মাসিক রোজগার ৫০,০০০ এর কম বেশি। তৎসহ অন্যান্য আরো নানান ভোগসামগ্রী। আবার কেউ কেউ (প্রায় ৫৬% ডাক বালিকা) প্রেমিকার কাছে ভালোবাসায় প্রতারিত। এবং অনেক আবার যৌন প্রতারণার শিকার। কারো কারো (২৫%) বাবা-মার সাথে তিক্ত সম্পর্ক, এরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। অল্প বয়সে পরিবারের অজান্তে বিবাহ এবং অপরিণত বৈবাহিক সম্পর্ক, পরে তার বিচ্ছিন্নতা। সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, ১২% ডাক বালিকা গ্রাম থেকে এসেছে কলকাতা শহরে উচ্চশিক্ষা লাভের হেতু। তাদের পরিবার ও যথেচ্ছ সচ্ছল। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের প্রভাব ও প্ররোচনায় এই পেশায়। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে যে, এই পেশায় প্রবেশের কারণ অনেক সময় বাবা-মা ও। এই গবেষণায় ডাক বালিকাদের মধ্যে প্রায় ৭% নারী বাবা-মায়ের ইন্ধনে এই বৃত্তিতে। এদের বেশির ভাগ ১৪-১৮ বছরের। এখানে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, তারা সকলেই শহরের নামকরা ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাঠরতা ছাত্রী। এদের আংশিক সময়ের এই পেশা পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। এই বালিকাদের বাবা-মা তাদের কন্যার শরীরকে যৌনভোগ্য পণ্য হিসাবে ব্যবহারে কুণ্ঠিত নয়, তাদের কাছে আভিজাত্যের জীবনই বড়। কন্যার ভালোমন্দ ও ভবিষ্যৎ বিচার্য নয়। তাদের কাছে জীবনের মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা সেকালে বস্তা পচা সামগ্রীর মতো।

যৌন পেশায় যুক্ত ডাক বালিকারা স্বাধীন ভোগবিলাসী জীবন যাপন চরিতার্থ করে অনায়াসে। তাদের কাছে শিক্ষার দ্বারা অর্থবহ রোজগার গুরুত্বহীন এর দ্বারা দুবেলা আহার জুটলেও তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত (ভোগ সর্বস্ব) মনোবাসনা পূরণ হয় না । তারা মনে করে এই পেশায় তাদের সামাজিক মর্যাদা কোনোভাবে লঙ্ঘিত হয়না, কারণ তারা গোপনে এই ব্যবসা সংঘটিত করে থাকে। একদিকে যেমন তারা অনেক বেশী অর্থ রোজগার করতে পারে, অন্যদিকে নানান উপহার সামগ্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারে যা তাদের চাকুরী পেতে সাহায্য করে আর চাকুরীরতাদের চাকুরিতে পদোন্নতি অনায়াসে এনে দেয়। আবার glamour জগতে প্রবেশ করতে ও সাহায্য করে। তাদের দালাল বা যোগযোগকারী বা এজেন্টের থেকে জানা গেছে যে, Customer রা সমাজের প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি। নারীবাদ বা সমানাধিকার অর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে অর্থ ও বিলাসবহুল জীবনযাপন তাদের আগ্রাধিকার। পরিবার তাদের কাছে কেবল পরিচয়ের এক তকমা। বস্তুবাদ তাদের জীবনের আসল লক্ষ্য। এদের কাছে লিঙ্গ সাম্যতার অর্থ লিঙ্গ প্রতিযোগীতা।

আবার আলোচনা ও তার বিশ্লেষণে জানতে পারা যায় যে, এই সব ডাক বালিকাদের শৈশব ও সামাজিকীকরণ তাদের বস্তুবাদী জীবন গঠনের অন্যতম কারণ। এরা শৈশবে পিতা মাতার উদাসীনতা, স্নেহের অভাব ও কাজের ঝি এর কাছে মানুষ এবং কখনো কখনো পিতা মাতার ভগ্ন সম্পর্ক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার মাঝে বড় হয়ে উঠেছেন। এদের শৈশব ছিল একাকীত্বভরা। পিতা মাতার স্নেহ হল বস্তু সামগ্রী ও ভোগবিলাসী জীবনের আশ্বাস এবং আস্বাদ। সেখানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চেয়ে বস্তু নির্ভরতা জীবনের মূল অঙ্গ। ভোগ তাদের জীবনের বেঁচে থাকার মূল উপাদান। ইহাই তাদের জীবনকে অন্যভাবে পরিচালিত করছে। যা এক সর্বনাশা দিক ও বটে।

অন্যদিকে এই ডাকবালিকারা এই পেশায় প্রতি মুহূর্তে নানান অত্যাচার ও সংকটের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। বিকৃতকাম পুরুষ এই মহিলাদের কেনা দাসীর মতো অত্যাচার চালায়। ডাকবালিকাদের কথায় এই যৌন অত্যাচার অনেক সময় পাশবিক এবং অমানবিক। জীবন সংশয়ের কারণও বটে। এদেরকে অনেক সময় নানান অসামাজিক কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বহুল অর্থ ও বিলাসিতার কাছে তাদের অত্যাচার একরকম পরাজিত। এক ডাকবালিকার কথায়- 'আমার সুসজ্জিত বিলাস বহুল বাড়ি, আমার সাজসজ্জা, আমার আধুনিক জীবনের সমস্ত

উপাচার যোগায় এই পেশা। যা অন্য কোনভাবে যোগান দেওয়া কোনদিন সম্ভব নয়। আর সতীত্ব এ সব সেকেলে বস্তা পচা সংস্কার। টাকাই সব।

অনিবার্যভাবে এই কৌতূহলের জন্ম হয় যে, এই পেশায় অবসর অর্থাৎ যখন কোন client বা customer এর ডাক পায়না (৩৫ বৎসর বয়সের পর) এদের অবসরপ্রাপ্ত জীবনের হাল হকিকৎ কী? আলোচনায় জানা গেছে যে, এরা ভীষণভাবে অমিতব্যয়ী। রোজগারের সিংহভাগ বিলাসিতায় ব্যয়িত করে। সঞ্চয় এর পরিমান তুলনায় নগন্য। তাও সামান্য কয়েকজন এই ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ে আগ্রহী। এদের অনেকেই পরে ধনী client এর রক্ষিতা হিসাবে জীবন যাপন করে। আবার কেহ কেহ ধনী client এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও অচিরে তা ভেঙ্গে যায়। ফলস্বরূপ এরা এক বড় অঙ্কের ভর্তূকী লাভ করে। আরো জানা যায় যে, কেহ কেহ আবার স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবনযাপন করে- স্বামী সন্তান ও পরিবার নিয়ে। বাকি আর এক গোষ্ঠীর অবসর জীবন এক কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়ায়, চলে প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াই।

আমরা দেখতে পাই যে, নারীরা নানানভাবে পুরুষের তৈরী ফাঁদে বিচরণ করছে কর্মনিযুক্তির নামে। বর্তমানে নানান প্রচেষ্টায় সার্বিক শিক্ষার, বিশেষত নারী শিক্ষার হার, উচ্চশিক্ষায় পদার্পন ও সম্পন্ন করা হার উর্দ্ধমূখী। কিন্তু নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধের মতো সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি হ্রাস পাচ্ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। পরিবর্তে বস্তুবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ ক্রমবর্ধমান। যা আবার দুর্নীতির কলেবর এবং জাল বিস্তার করতে সাহায্য করছে। এ এক যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক। নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা কেবল সুস্থ পরিবার নয়, এক প্রগতিশীল ও উন্নত দেশ ও সমাজের জন্ম দেয়। কিন্তু বিশ্বায়িত সমাজে নারীরা নূতনভাবে শোষণের শিকার। তারা আজও যৌন ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিবেচিত হয় বা হচ্ছে এবং নারীরা নিজেরাই নিজেদের আরো বেশী ভোগপণ্য করে তুলেছে। এখানে ডাকবালিকার এর অন্যতম উদাহরণ। কারণ সরবরাহ থাকলে চাহিদা বাড়ে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, নারী নিজেকে উপঢৌকনে পরিণত করেছে বলেই পুরুষেরা তাদের ব্যবহার করছে। তাদের অতি ভোগের প্রতি আকর্ষণই বাড়িয়েছে যৌন অত্যাচার, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষনের মতো পাশবিক দৃষ্টান্ত। ভোগ ও লোভ আজকের অন্যতম পরিচালক। ইহা গরিব ধনী। শিক্ষিত অশিক্ষিত, যুবক বয়স্ক, পুরুষ মহিলা সবাইকে গ্রাস করতে উদ্যত। জীবন ও জীবন দর্শন বিকারের শিকার। এই ভোগ ও লোভ হল রোগ এবং হিংসার কারণ। সমাজের এক শ্রেণির মানুষের ব্যবসার অন্যতম যন্ত্র হিসাবে কাজ করে চলেছে। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে সুস্থ সমাজে মানুষের উচিত পর ধনে লোভ না করা। কারণ ইহা নিজের ধনের প্রতি আসক্তি বাড়ায়। আবার সুস্থ জীবনের আর এক উপায় হল ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করা। বর্তমানে তা প্রায় কোথাও পরিলক্ষিত হয়না। আজ আমরা ভুল শিক্ষার শিকার। শিক্ষা মানে জীবিকা ও প্রতিযোগিতা নয়, শিক্ষার অর্থ আগে জীবন ও পরে জীবিকা। দেশের দারিদ্রতা ও বেকারত্বই মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতিযোগিতার কারণ। সুতরাং নারীই বা কেন এই বিকৃতির বাহিরে থাকিবে?

কবিগুরু আক্ষেপ করেছিলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার?' আজও আক্ষেপের সুরে বাজছে- যার কারণ হিসাবে নারীর বেহিসাবী জীবনযাপনকেই দায়ী করা যেতে পারে নাকি? নারী জাতিকে সত্যিকারের সমানাধিকার বা সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রয়োজন নারীর প্রতি দৃষ্টির পরিবর্তন। নারী কেবল যৌন ভোগ্য ও যৌন কামনা চরিতার্থ এর বস্তু নয়। নারী সমাজ টিকিয়ে রাখা, সমাজের অগ্রগতি ও দৃঢ় ভিত্তির কারণ। ইহা সত্যকারের রূপায়নের জন্য নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। বিনোদন মাধ্যম বা বিজ্ঞাপন নারী জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। শিক্ষা, নিজস্বতা ও সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনই প্রকৃত উপায়। সবার আগে পিতা মাতা ও পরিবারের লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো জরুরী প্রয়োজন। নারীদের সদা সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পুরুষের কোনভাবে শিকার না হয়। অন্যথায় নারী অস্তিত্ব বিপন্ন নয় কী?

Reference:

1. Bandopadhayay, D. *'Beshya Sangit and Baiji Sangit'*, Kolkata , Ananda, 2002
2. Chatterjee, Indrani, '*Refracted Reality: The 1935 Calcutta Police Survey of Prostitutes'*, Manushi, 57, .1990, pp 28-36
3. Chunder, Pratapchandra. *'Kautilya on love and morals'*. Kolkata , Jyanti, 1970
4. Clammer, J. '*Consuming Bodies : Constructing and Representing the Female Body* in *Contemporary Japanese Prin Media', Woman, Media and Consumption in Japan Lise Skov and Brian Morean* eds. Honolulu : U of Hawaii, 1995, pp197-219
5. Geetha, V, '*Gender',* Kolkata, Stree, 2002
6. Hakim, C, '*Erotic Capital'*, European Sociological Review, 26(6), 2010, pp499-518
7. Howrad, Lisa A , presented the paper entitled Prostitution, "*The Oldest profession in the World"- Is it possible to Reduce Demand? In a conference in Chicago on Demand Dynamics: The Forces of Demand in Global Sex Trafficking,* 2003
8. Kincaid, Dennis. '*British Social Life in India 1608-1937'*, New Delhi, Routledge & Kegan Paul, 1973
9. Lewis, Oscar , '*LaVida'*, New York:Vintage Books, 1965
10. Mukherjee. S K. '*Prostitution in India*', Kolkata , Dasgupta Co, 1935
11. Mukherjee, SN. '*Calcutta : Myths and History*', Kolkata , Subarnarekha, 1977